ঝিনাইদহে কিশোরী ধর্ষনের অভিযোগ, ধর্ষক গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ সদরের উত্তর সমশপুর গ্রামে ১২ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষনের অভিযোগ উঠেছে।

রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। পরে সন্ধ্যায় বিষয়টি জানাজানি হলে রাত সাড়ে ৯ টার দিকে ওই কিশোরীকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদিকে ঘটনার পর প্রতিবেশী অভিযুক্ত ধর্ষক তানভীর হোসেন ওরফে সোহেল মন্ডল (৩১) কে ওই গ্রামের একটি দোকান থেকে আটক করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় রাত ১ টার দিকে ভুক্তভোগী কিশোরীর মা বাদী হয়ে সদর থানায় সোহেল মন্ডল কে আসামী করে ধর্ষন মামলা দায়ের করেছেন।

জানা যায়, রোববার দুপুরে ১২ বছর বয়সী ওই কিশোরী প্রতিবেশী সোহেল মন্ডলের বাড়িতে যায়। সেসময় সোহেল তার শিশু সন্তানকে কোলে নেওয়ার কথা বলে ওই কিশোরীকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে মুখ চেপে ধরে ধর্ষন করে। এরপর বাড়ি ফিরে আসলে সন্ধ্যায় কিশোরীর শারীরিক যন্ত্রণা শুরু হয়। তখন সে তার মা’কে বিষয়টি জানায়। এরপরই বিষয় টি জানাজানি হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, থানায় মামলার পর অভিযুক্ত আসামী সোহেল মন্ডলকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তাকে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে পাঠানো হবে।

ভুক্তভোগী কিশোরীর মা জানায়, তার মেয়ে লেখাপড়া করেনা। বাড়িতেই বেশী সময় থাকে। মাঝে মধ্যে প্রতিবেশী সোহেল মন্ডল এর বাড়িতে যায়, তার ছোট শিশুকে কোলে নেয়। রবিবারও তাদের বাড়িতে যায়। তখন সোহেল বাচ্চা কে কোলে নেওয়ার কথা বলে ঘরে ডেকে নিয়ে এই পাশবিক নির্যাতন করে। প্রশাসন যেন সঠিক তদন্ত করে এর সঠিক বিচার করে।

ধর্ষনের জন্য দায়ী কে! পোশাক নাকি সঠিক শিক্ষা!- সুখী ইসলাম

ধর্ষণ এখন যেন মহামারীতে রুপ নিয়েছে। ধর্ষণ মহামারি যেন করোনা ভাইরাসকেও ছাড়িয়ে গেছে। ধর্ষণ এখন একটি নিত্যদিনের ঘটনা মনে হচ্ছে।

প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে কোথাও না কোথাও কোনো নারী, কোনো কিশোরী, কোনো শিশু ধর্ষিত হয়েছে।

টেলিভিশনের স্ক্রলে দশ মিনিট ধরে ধর্ষনের সংবাদ। কোন জেলায় কত জন ধর্ষণ হয়েছে। কোন জেলায় কত কম বয়সী শিশু ধর্ষণ হয়েছে। এ যেন অসভ্য জাতির নির্লজ্জ কর্মকান্ডের বহিঃপ্রকাশ।

ধর্ষণ কেন মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে, তার কারণ অনুসন্ধান জরুরি। অপরাধবিজ্ঞানী, সমাজকর্মীরা গভীর অনুসন্ধান, গবেষণা করলে হয়তো ধর্ষণের প্রকৃত কারণ বের করতে পারবেন।

তবে, ধর্ষণের কিছু কারণ সাধারণ নাগরিকের খালি চোখেও ধরা পড়ে। যদিও এদের মধ্যে মতবিরোধ, বিভক্তি রয়েছে। একপক্ষ ধর্ষণের জন্য কেবল পুরুষকে দায়ী করছে, অন্যপক্ষ দুষছে নারীর পোশাককে। প্রথম পক্ষের অভিযোগে সিংহভাগ সত্যতা মিললেও দ্বিতীয়পক্ষের দাবি ষোলো আনাই অন্তঃসারশূন্য; এর কারণও স্পষ্ট।

পোশাক নাকি মানসিকতা দায়ী, তার বিচার করতে হলে আরেকটি বিষয় না বললেই নয়। আচ্ছা, বাংলাদেশে শিশু ধর্ষণের ঘটনা অনেক সময়ই উঠে আসে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, আরও বহু দেশে শিশু ধর্ষণ নিত্যদিনের ঘটনা। কিন্তু শিশু ধর্ষণ হয় কেন? শিশুরা মিনি স্কার্ট পড়ে থাকে বলে? শিশু বাচ্চাদের দেখেও কী মনের মধ্যে কামনার সৃষ্টি হয়? তাহলে কী জন্মের পর থেকেই শিশু বাচ্চাদের পা পর্যন্ত আলখেল্লা পড়িয়ে রাখতে হবে? নাকি নিজের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে?

৭১ এর যুদ্ধে পাকিস্তানিরা এবং রাজাকাররা যে হাজারো মা-বোনকে ধর্ষণ করেছে, এ সব কী পোশাকের কারণে? ৭১ এ কী তারা মিনি স্কার্ট পরে ঘুরে বেড়াতো? নাকি নিজেদের ভোগী মানসিকতার খোরাক মিটাতে জানোয়ারগুলো ধর্ষণ করতো?

পোশাকই যদি ধর্ষণের মূল কারণ হবে, তাহলে আরব দেশগুলোতে কেন ধর্ষণের ঘটনা ঘটে যেখানে সবাই বোরখা পড়া? খারাপ মানসিকতা সৃষ্টির জন্য আপনি নারীর অর্ধনগ্ন পোশাককে দায়ী করছেন?

একটু পিছনে ফিরে তাকায়, তনুকে যখন ধর্ষণ করে হত্যা করা হলো, তখনো বাংলাদেশের ধর্মান্ধরা অপপ্রচার চালিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলো যে তনুর ধর্ষণের জন্য তনুর পোশাকই দায়ী।

কিন্তু তনুর ছবিগুলো তখন সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে সে বোরখা পরিহিতা ছিল। কতটা নির্লজ্জ মানসিকতা হলে একটি মৃত মেয়ের উপর মিথ্যে দোষ চাপানো যায় ভাবতে পারেন? কিংবা কিছু দিন আগে যে ছয় বছরের শিশু আছিয়াকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হলো তার কথাই বা কী বলবেন? আছিয়ার ক্ষেত্রেও কি পোশাকের দোষ? এমন নিচ মানসিকতার বলেই তো ধর্ষণ সম্ভব, পোশাকের কী দোষ!?

নারী ধর্ষণে যদি পোশাকে ত্রুটি খোঁজেন তাহলে কোলের শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ মহিলা, কিশোরী, রাস্তার ধারের মানসিক ভারসাম্য হারানো কিছু না বোঝা মেয়েটি সহ কেউই রেহাই পাচ্ছে না ধর্ষণের হাত থেকে। ঘরে-বাইরে সব জায়গায়ই যেন যৌনতার আশায় নারীকে ভোগ করার লালসায় থাকছে পুরুষরা। তারা যেন জঙ্গলের হিংস্র পশুর চেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত হয়ে ঘুরছে আমাদের চারপাশে। আর তাদের ক্ষুধা রক্ত-মাংসে গড়া নারীর শরীরের প্রতি।

কখনো এই ধর্ষণের পেছনে থাকছে চেনামুখের অচেনা হিংস্রতা কখনো-বা অচেনা মুখের হিংস্রতা! তাদের লালসা মেটানোর সময় সামনে কাকে ভোগ করছে, সেটা ভাবার সময়ও তাদের নেই। সম্পর্কে হতে পারে বাবা মেয়ে।

যেন এই সমাজ এবং রাষ্ট্র এক ধর্ষণের মহামারী আকার ধারণ করছে। নারীর মূল্যবান সম্পদ সতীত্বকে হরণ করে সমাজে নারীর সম্ভ্রম হারিয়ে ও সামাজিকভাবে নারীকে হেও প্রতিপন্ন করার পৈশাচিক খেলায় মত্ত হয়েছে পুরুষ।

ধর্ষণ এই ছোট শব্দটির অর্থ এতটাই বড় বিশাল।যে এর গ্লানি বর্ণনা করলে সারা জীবনেও শেষ হবেনা।বা শব্দটির ক্ষতিপুরনও সম্ভব না।ধর্ষণ একটি অমার্জনীয় অপরাধ। এটি একজন মানুষকে খুনের অপরাধের চেয়েও কম বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়।

আজকাল হাতের মুঠোয় স্মার্ট ফোনের কল্যাণে পর্ন দেখছে। স্বপ্নে পর্ন নায়িকার সাথে যাচ্ছে স্বপ্নসর্গে । বাস্তবে তার দেখা নেই।

এসবের কারণে, মানুষ সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। পর্ন দেখা বা মেয়ে মানুষের শরীর পাওয়া একেবারেই অসামঞ্জস্য থেকে তাদের বানিয়ে দিচ্ছে ‘ধর্ষক’। তাদের ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই বললেই চলে। অথচ ধর্ষণ করে খুন করতে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে না।এদের কাছে মেয়ে মানুষ যে বয়সেরই হোক না কেন তারা শুধু একটি ‘অবজেক্ট’। মানুষ নয়। তাদের মাথায় একটাই পোকা নারী মাত্রই ভোগের সামগ্রী। তাদের ভোগ করো, খুন করো, অত্যাচার করো।তা যে বয়সেরই হোক না কেন। কোনও ব্যাপার না।

আমাদের অন্যায্য সমাজে ধর্ষকরা নন্দিত, ধর্ষিতারা নিন্দিত।ধর্ষণের সমস্ত দায় ভার, সমস্ত লজ্জা,অপমান আর উপহাস ধর্ষিতার উপর।
ধর্ষণ ধর্ষিতার মেধা,বল,আশা,স্বপ্ন, লক্ষ্য ও সম্ভ্রমকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। শারীরিক ধর্ষণের পর ধর্ষিতার শুরু হয় মানসিক ধর্ষণ।পত্রিকার পাতায় কলামে,থানায় পুলিশের ডায়েরীতে,আদালতে উকিলের অসভ্য জেরায়।দিনের পর দিন ধর্ষিত হয় পাড়ার বুড়োদের চায়ের আড্ডায়,ছোড়া ছোকড়াদের মুখে মুখে কিংবা পাড়াতো বোনের বিয়ের অনুষ্ঠানে। ধর্ষিতা শিশু, কন্যা নারীরা বেঁচে গেছে তাই অবহেলা করে মা বাবা। ভাই বোনেরা ঘৃণা করে।পাড়া প্রতিবেশিরা দিনের পর দিন তার চরিত্রের কুলশতা এবং পঙ্কিলতা নিয়ে খোটা দেয়।ধর্ষিতা মেয়েটার সঙ্গ ত্যাগ করে বান্ধবীরা।জীবনটা বিভীষিকা বানিয়ে দেয়।আর ধর্ষক কলার উঁচু করে ঘুরে বেড়ায়।চায়ের দোকানে বিড়ি ফু্ঁকে কিংবা অলিতে গলিতে বন্ধুদের সাথে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে থাকে ধর্ষণের সময় সে কী কী করেছে।ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে ইরোটিক সুখ অনুভব করে।

ধর্ষিতার ধর্ষণ যেন দান্তের নরকে প্রবেশের ওয়ান ওয়ে টিকিট। আত্মহত্যা না করলে আমরণ হেঁটে যেতে হবে নরকে।জলজ্যান্ত নরক থেকে মুক্তির আশায় অনেক ধর্ষিতা মেয়েই আত্মহনন বেছে নেই।

নারী যদি ছালার বস্তা পরে ঘরের কোণায়ও বসে থাকে পুরুষের শকুন চোখ বস্তার ফাক ফোকর দিয়ে দেখে নিবে নগ্ন শরীর।এই সব শকুনের চোখ উপড়িয়ে ফেলতে হবে সমাজ থেকে।

আমি কোন ধর্ষকের বিচার চাইনা কারণ কারও বিচার হয়নি।বিচার হয়নি আড়াই বছরের শিশু, আফসানা,বিচার হয়নি তনুকিংবা বিউটি কারও শেষ পর্যন্ত বিচার হয়নি।বিচার হবেও না আছিয়ার।
বিচারহীনতার সংস্কৃতি আর সম্ভ্রমহীনতার সনদ বোঝা নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে এরা।শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে বিচার।

লেখক: কবি ও সাহিত্যিক

দর্শনায় ৩য় শ্রেনীর ছাত্রীর ধর্ষনের অপচেষ্টায় দুই কিশোর গ্রেফতার

দর্শনার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামে ধর্ষনের অপচেষ্টা মামলার আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার গভীর রাতে দুই কিশোরকে গ্রেফতার করে দর্শনা থানা পুলিশ।

পরে ভিকটিম নুসরাত জাহান রসুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মুহম্মদ শহীদ তীতুমির জানান, গত রাতে ধর্ষনের অপচেষ্টা মামলার আসামী মদনা গ্রামের খলিল মিয়ার ছেলে নুরুজ্জামাল (১৬) কে মহেশপুর তার নানী বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়।

অপর আসামী একই গ্রামের আব্দুল জলিল এর ছেলে হুসাইন (১৫) কে দামুড়হুদা তার নানী বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া ঐ একই রাতে জৈনক ইয়াসিন আলীর মেয়ে (নুসরাত জাহান রসুকে) জিজ্ঞসাবাদের জন্য দর্শনা থানায় নেওয়া হয়। এ সময় নুসরাতের সাথে তার পিতা ইয়াসিন আলীর স্ত্রী ও ছোট কন্যাকে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

রাতভর ভিকটিম ও তার মাতা-পিতা ও ছোট বোন (৫) আবস্থান করে। এরপর দুপুর ১টার দিকে ছোট বোনকে বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা বাড়িতে নিয়ে যায়। আপরদিকে আসামী ২জন ও ভিকটিম ও তার মাতা-পিতাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চুয়াডাঙ্গা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে নিয়ে পুলিশ।

জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ভিকটিম ও তার মাতা-পিতাকে ছেড়ে দেবেন বলে জানান, দর্শনা থানা অফিসার্স ইনচার্জ মুহম্মদ শহীদ তিতুমীর। নুরুজ্জামাল ও হুসাইনকে ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসাবাদ শেষে জেল হাজতের সেপহমে পাঠিয়ে দেন বলে জানান।

ঝিনাইদহে সংঘবদ্ধ ধর্ষনের পর খুন ৯ আসামীর যাবজ্জীবন কারাদন্ড

ঝিনাইদহে এক গৃহবধূকে সংঘবদ্ধ ভাবে ধর্ষণ ও পরে নৃশংসভাবে হত্যার অভিযোগে নয় আসামীর যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেছে আদালত। একইসঙ্গে প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে চার মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়।

মঙ্গলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোঃ মিজানুর রহমান এই রায় ঘোষণা করেন। মন্ডপ্রাপ্তরা হলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিষয়খালী এলাকার আশরাফ উদ্দীন শেখের ছেলে গোলাম রসুল (১), তাহের উদ্দীন মন্ডলের ছেলে (পলাতক) শরিফুল ইসলাম, হুরমত আলীর ছেলে (পলাতক) আমিরুল ইসলাম, শামসুদ্দীনের ছেলে গোলাম রসুল, আইয়ুব আলীর ছেলে আব্দুল আজিজ, আফজাল হোসেনের ছেলে আজিজুর রহমান, দাউদ বিশ্বাসের ছেলে জাহিদুল ইসলাম, দলিল উদ্দীন মন্টুর ছেলে বাদশা মিয়া ও কেশবপুর গ্রামের গোলাপের ছেলে আব্দুল বাতেন। এদের মধ্যে শরিফুল ও আমিরুল ইসলাম পলাতক রয়েছে।

রায় সুত্রে জানা গেছে, ২০১১ সালের ১২ মার্চ রাতে মাসে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিষয়খালী গ্রামের আরব আলীর স্ত্রী রেনু বেগমকে তুলে নিয়ে পার্শ্ববর্তী বাঁশবাগানে নিয়ে আসামীরা রাতভর ধর্ষণ করে। পরে তারা ওই নারীকে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে যায়।১৩ মার্চ লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় নিহতের স্বামী আরব আলী বাদী পরদিন ১৬ জনকে আসামি করে থানায় মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘ ১১ বছর পর সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে আদালত এই রায় ঘোষনা করেন।

মামলার বাদী ও নিহতের স্বামী আরব আলী মঙ্গলবার বিকালে বলেন, ২০১১ সালে আমার স্ত্রীকে আসামীরা ধর্ষণের পর হত্যা করে। আসামিদের যাবজ্জীবন কারাদন্ড না হয়ে ফাঁসি হলে তিনি খুশি হতেন। তারপরও শাস্তি হয়েছে এতে আমি খুশি।

ঝিনাইদহ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট বজলুর রহমান বলেন, ১০ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হলেও একজন মারা যাওয়ায় তাকে বেকসুর খালাস দিয়েছে আদালত। রায়ে পলাতক আসামিদের গ্রেফতার দ্রত করতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

বন্ধু করে ধর্ষণ, ভিডিও করে বান্ধবীরা, অতঃপর…

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় প্রেমের ফাঁদে ফেলে কলেজছাত্রীকে ধর্ষণ ও ভিডিওচিত্র ধারণ করে ব্লাকমেইলের অভিযোগে ধর্ষকসহ ৭ শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে। উল্লাপাড়া থানা পুলিশ শনিবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

আটককৃতরা হল- ধর্ষক ইব্রাহীম হোসেন তানভীর ও তার সহযোগী উল্লাপাড়া বিজ্ঞান কলেজের শিক্ষার্থী বন্ধন, পুর্নতা, মিম, রিফাত, ঢাকা কলেজের ছাত্র তুষার ও টাঙ্গাইল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ছাত্র সুমন। এদের মধ্যে বন্ধন ও পূর্ণতা পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার বাসিন্দা বাকিরা উল্লাপাড়ার বাসিন্দা। ধর্ষক ইব্রাহীম হোসেন তানভীর উল্লাপাড়া পৌরসভার ঝিকিড়া মহল্লার কামররুজ্জামান স্বপনের ছেলে। সে চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষার্থী।

উল্লাপাড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দীপক কুমার দাস জানান, প্রেমের ফাঁদে ফেলে ২০১৭ সালের ১৫ আগষ্ট ইব্রাহীম হোসেন তানভীর রাজশাহী সিটি কলেজের এক ছাত্রীকে নিজ বাড়িতে এনে ধর্ষণ করে। এ সময় কয়েক জন বন্ধু ও বান্ধবী ধর্ষণের ভিডিওচিত্র ধারণ করে। এসব ভিডিও চিত্রের ভয় দেখিয়ে তাকে বেশ কয়েক বার ধর্ষণ করা হয়। আর সম্প্রতি ধর্ষক ইব্রাহীম হোসেন তানভীরসহ তার বন্ধুরা ওই ভিডিওটি বিভিন্ন জনের মোবাইলে পাঠায়।
এ অবস্থায় গত ১০ এপ্রিল ওই কলেজছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে তানভীর ও তার ৬ বন্ধুর বিরুদ্ধে উল্লাপাড়া থানায় মামলা দায়ের করেন। পরে শনিবার বিকেল ও রাতে নিজ নিজ বাড়ি থেকে ৭ শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার

করে সিরাজগঞ্জ আদালতের মাধ্যমে রবিবার জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, আটকৃকতরা জিজ্ঞাসাবাদে তাদের অপকর্মের কথা স্বীকার করেছে।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন